তারিখ 23 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যায়যায়দিন

স্কুলে স্কুলে তথ্য সংগ্রহ করবে এনসিটিবি

যায়যায়দি রিপোর্ট

দেশের ৬০টি স্কুলের ৯০০ জন শিক্ষক, ১ হাজার ৬৮০ জন শিক্ষার্থী এবং ২৪০ জন অভিভাবকের কাছ থেকে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা এবং যৌক্তিক মূল্যায়ন-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, সিলেবাস-সংক্রান্ত বিষয়ে এ তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বৃহস্পতিবার এনসিটিবি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে প্রণীত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা এবং যৌক্তিক মূল্যায়ন-সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

এনসিটিবি জানায়, এ লক্ষ্যে ৬ জন বিশেষ সদস্যের সমন্বয়ে ৭টি প্রফেশনাল গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। তারা প্রতিটি স্কুলে ৬ দিন অবস্থান করে তথ্য গ্রহণ করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, প্রধান শিক্ষক এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। পরে ৫ সদস্যবিশিষ্ট ৭০টি পাঠ্যপুস্তক উপকমিটি গঠন করা হবে।

প্রতিটি কমিটি একটি শ্রেণির একটি বইয়ের ওপর কাজ করবে

প্রতিটি কমিটি একটি শ্রেণির একটি বইয়ের ওপর কাজ করবে। দীর্ঘ ১৮ বছর পর নতুন প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ভুল-ত্রুটি সংশোধন এবং উপযোগিতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে নেয়া কর্মসূচিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সরকার ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে দিচ্ছে। ইতোমধ্যে উপজেলাসমূহে বই পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এবার আরো মানসম্মত ও অধিকতর শুদ্ধ বই দেয়া হবে। আগামী বছর ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব করে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়া হবে।'

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, বই ছাপানো, পরিবহন এবং ব্যবস্থাপনাসহ পাঠ্যবই-সংক্রান্ত সব কাজে সংশ্লিষ্ট সবার সহায়তা চান তিনি। এনসিটিবির চেয়ারম্যান শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, ড. ছিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।